প্রথম আলো

তারিখ ... 11 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

ঝিনাইদহে এবার শিক্ষককে তুলে নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঝিনাইদহ ●

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ঝিনাইদহে এবার এক মাদ্রাসাশিক্ষককে তুলে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তাঁর পরিবারের সদস্যরা এ অভিযোগ করেন।

একইভাবে তুলে নেওয়া আরেক ব্যবসায়ীর পরিবারও গতকাল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তাঁকে ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

এ দুজনসহ এখন পর্যন্ত এই জেলায় বিএনপি, যুবলীগ, শ্রমিক লীগের নেতা-কর্মীসহ ছয়জন নিখোঁজ থাকার অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের সবাইকে পুলিশ পরিচয়ে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে পরিবার ও এলাকাবাসীর অভিযোগ।

গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সংবাদ সম্মেলন করে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মাদ্রাসাশিক্ষক ইদ্রিস আলীর পরিবার। এ সময় লিখিত বক্তব্যে তাঁর স্ত্রী মোমতাজ বেগম বলেন, তাঁর স্বামী রঘুনাথপুর হোসেন আলী আলিম মাদ্রাসার শিক্ষক ও বিবাহ রেজিস্ট্রার। পাশাপাশি একটি মসজিদে ইমামতি করেন। ৪ আগস্ট রাত আটটার দিকে শৈলকুপা উপজেলার রামচন্দ্রপুর বাজার থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে রামচন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে সাদাপোশাকের তিন-চারজন তাঁকে তুলে নিয়ে যান। এ সময় তাঁদের কাছে পিস্তল ও ওয়্যারলেস সেট ছিল। এরপর থেকে তাঁর স্বামীর কোনো খোঁজ পাচ্ছেন না।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ঝিনাইদহে এবার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শৈলকুপা থানায় লিখিত অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ তা গ্রহণ করেনি। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন নিখোঁজ শিক্ষকের বাবা গোলাম কাওছার, ভাই আবদুল হান্নান ও আবদুল মান্নান, শ্যালক মহিউদ্দিন, মেয়ে মাহফুজা খাতুন ও চাচি সবুরা খাতুন। এর আগে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কেশবপুর গ্রামের আনিচুর রহমানের বড় ভাই আবদুল মান্নান। তিনি বলেন, তাঁর ছোট ভাই আনিচুর পেশায় ব্যবসায়ী ও বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ৩০ জুলাই রাত ১২টার দিকে সাদাপোশাকধারী তিন ব্যক্তি পুলিশ প্রশাসনের লোক পরিচয়ে একটি সাদা মাইক্রোবাসে তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যান। এরপর থেকে তাঁর খোঁজ নেই। এ ব্যাপারে থানায় যোগাযোগ করলে পুলিশ এ নামে কাউকে আটক করা হয়নি বলে জানায়। পুলিশ জিডিও নেয়নি। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন আনিচুরের চাচা দিদার হোসেন, মেয়ে আশা খাতুন, ছেলে রাব্বি ও স্ত্রী রোজিনা বেগম। দুই পরিবারের এ অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজবাহার আলী শেখ বলেন, নিখোঁজ ওই ব্যক্তিদের বিষয়ে পুলিশের কাছে কোনো তথ্য নেই। পুলিশের বিরুদ্ধে পরিবার দুটির অভিযোগ না নেওয়া প্রসঙ্গে আজবাহার শেখ বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে জিডি করতে যাওয়া হয়নি।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ অনুযায়ী, এর আগে ৪ আগস্ট কালীগঞ্জ উপজেলা শ্রমিক লীগের নেতা হাফিজুর রহমানকে তুলে নেওয়া হয়। ১৩ জুলাই তুলে নেওয়া হয় কালীগঞ্জের ষাটবাড়িয়া গ্রামের আবদুল হাইকে। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা শেষ করে বাড়িতে হোমিও চিকিৎসা করতেন। ৩ জুন তুলে নেওয়া হয় ঝিনাইদহ উপশহর মসজিদের মুয়াজ্জিন সোহেল রানাকে। ঝিনাইদহ শহরের কোরাপাড়ার বাসিন্দা ও যুবলীগ কর্মী জাহিদুল ইসলামকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ১ জুন।